ছাত্রলীগকে সামলান

| ঢাকা , বুধবার, ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১৯

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। তিন দফা সংঘর্ষে ৪০ জন আহত হয়েছেন বলে হাসপাতাল সূত্র জানিয়েছে। গত সোমবার সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত থেমে থেমে এ সংঘর্ষ হয়।

রাজধানীসহ সারা দেশে ক্ষমতাসীন দলের সহযোগী সংগঠন ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের বিষয়টি নতুন নয়। গত এক দশক ধরে দেশের প্রায় প্রতিটি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের খবর গণমাধ্যমের শিরোনাম হয়েছে। তবে এতে সংগঠনটি ও সরকারের টনক নড়েছে বলে মনে হচ্ছে না। বারবার এ ধরনের ঘটনা ঘটায় দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, ছাত্রলীগ নামধারী সন্ত্রাসীরা কি অপ্রতিরোধ্য? এসব সন্ত্রাসীকে কি সামলানো সম্ভব নয়? তা না হলে অপকর্মের সঙ্গে জড়িত নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে কার্যকর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না কেন?

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব কোন্দলের মূল কারণ প্রভাব-প্রতিপত্তি, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, অস্ত্র ও মাদকের ব্যবসা, ভূমি দখল অর্থাৎ ক্ষমতা ও অর্থ। ফলে সংগঠনের রাজনৈতিক চরিত্র ছাপিয়ে ফুটে ওঠে এর অপরাধমূলক চরিত্র। যখন মাঠে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক শক্তি

অনুপস্থিত, তখন অনেক ক্ষেত্রে এসবই হয়ে উঠেছে ক্ষমতাসীন দল ও এর ছাত্র সংগঠনের ‘রাজনৈতিক চর্চার’ প্রধান বিষয়। তারই জেরে ঘটছে সংঘাত ও হত্যাকান্ড।

ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাত, রাজনৈতিকই হোক বা মাফিয়াতান্ত্রিকই হোক- এ অরাজকতা সবার জন্যই উদ্বেগের ব্যাপার। অনেক সময় দেখা যায়, ছাত্রলীগ নামধারী উচ্ছৃঙ্খল নেতাকর্মীরা সন্ত্রাসী কর্মকাছাত্রলীগকে সামলান

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দু’পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। তিন দফা সংঘর্ষে ৪০ জন আহত হয়েছেন বলে হাসপাতাল সূত্র জানিয়েছে। গত সোমবার সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত থেমে থেমে এ সংঘর্ষ হয়।

রাজধানীসহ সারা দেশে ক্ষমতাসীন দলের সহযোগী সংগঠন ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের বিষয়টি নতুন নয়। গত এক দশক ধরে দেশের প্রায় প্রতিটি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের খবর গণমাধ্যমের শিরোনাম হয়েছে। তবে এতে সংগঠনটি ও সরকারের টনক নড়েছে বলে মনে হচ্ছে না। বারবার এ ধরনের ঘটনা ঘটায় দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, ছাত্রলীগ নামধারী সন্ত্রাসীরা কি অপ্রতিরোধ্য? এসব সন্ত্রাসীকে কি সামলানো সম্ভব নয়? তা না হলে অপকর্মের সঙ্গে জড়িত নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে কার্যকর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না কেন?

আধকাংশ ক্ষেত্রেই এসব কোন্দলের মূল কারণ প্রভাব-প্রতিপত্তি, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, অস্ত্র ও মাদকের ব্যবসা, ভূমি দখল অর্থাৎ ক্ষমতা ও অর্থ। ফলে সংগঠনের রাজনৈতিক চরিত্র ছাপিয়ে ফুটে ওঠে এর অপরাধমূলক চরিত্র। যখন মাঠে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক শক্তি অনুপস্থিত, তখন অনেক ক্ষেত্রে এসবই হয়ে উঠেছে ক্ষমতাসীন দল ও এর ছাত্র সংগঠনের 'রাজনৈতিক চর্চার' প্রধান বিষয়। তারই জেরে ঘটছে সংঘাত ও হত্যাকান্ড।

ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাত, রাজনৈতিকই হোক বা মাফিয়াতান্ত্রিকই হোক- এ অরাজকতা সবার জন্যই উদ্বেগের ব্যাপার। অনেক সময় দেখা যায়, ছাত্রলীগ নামধারী উচ্ছৃঙ্খল নেতাকর্মীরা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করার পর তাদের সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। কিন্তু কিছুদিন পরে এও দেখা যায়Ñ বহিষ্কৃতদের 'ব্যাক টু দ্য প্যাভিলিয়নের' মতো আবারও সংগঠনে টেনে নেয়া হয় বা তারা তদবির করে সংগঠনে আবার স্থান পায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের বহিষ্কার করাটাই কি যথেষ্ট? ছাত্রলীগের উচ্ছৃঙ্খল নেতাকর্মীসহ ইতোপূর্বে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে ছাত্রদল-ছাত্রশিবিরের যেসব সন্ত্রাসী শিক্ষাঙ্গনে নানা ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ঘটিয়েছিল; তাদের বিরুদ্ধে কি আইন অনুযায়ী শাস্তি হওয়া উচিত নয়? আমরা মনে করি, জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই তা হওয়া উচিত।

সরকারের নতুন মেয়াদের শুরুতেই ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে যে সংঘাত দানা বাঁধছে, এখনই যদি

এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া না হয়, তবে সংকট সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়তে পারে। আর এর দায় সরকারি দলের ওপরই বর্তাবে।

এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দল-নিরপেক্ষ ও পেশাদার ভূমিকা নিশ্চিত করতে হবে। ছাত্রলীগের যেসব নেতাকর্মী অপকর্মে জড়িত এবং যাদের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব-সংঘাত দানা বাঁধছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়ায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শুদ্ধি অভিযান চালিয়ে ছাত্রলীগকে কলুষমুক্ত করা অপরিহার্য। করার পর তাদের সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। কিন্তু কিছুদিন পরে এও দেখা যায়Ñ বহিষ্কৃতদের ‘ব্যাক টু দ্য প্যাভিলিয়নের’ মতো আবারও সংগঠনে টেনে নেয়া হয় বা তারা তদবির করে সংগঠনে আবার স্থান পায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের বহিষ্কার করাটাই কি যথেষ্ট? ছাত্রলীগের উচ্ছৃঙ্খল নেতাকর্মীসহ ইতোপূর্বে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে ছাত্রদল-ছাত্রশিবিরের যেসব সন্ত্রাসী শিক্ষাঙ্গনে নানা ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ঘটিয়েছিল; তাদের বিরুদ্ধে কি আইন অনুযায়ী শাস্তি হওয়া উচিত নয়? আমরা মনে করি, জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই তা হওয়া উচিত।

সরকারের নতুন মেয়াদের শুরুতেই ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে যে সংঘাত দানা বাঁধছে, এখনই যদি এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া না হয়, তবে সংকট সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়তে পারে। আর এর দায় সরকারি দলের ওপরই বর্তাবে।

এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দল-নিরপেক্ষ ও পেশাদার ভূমিকা নিশ্চিত করতে হবে। ছাত্রলীগের যেসব নেতাকর্মী অপকর্মে জড়িত এবং যাদের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব-সংঘাত দানা বাঁধছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়ায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শুদ্ধি অভিযান চালিয়ে ছাত্রলীগকে কলুষমুক্ত করা অপরিহার্য।